



171943 - চল্লিশি দিনের পূর্বে গর্ভপাত করা

প্রশ্ন

আমার স্ত্রীর গর্ভধারণ এখনও প্রথম সপ্তাহগুলোতে রয়েছে। আমাদের দুই ছেলে এখনও ছোট। প্রথমজনের বয়স ১৮ মাস। দ্বিতীয়জনের বয়স ৭ মাস। জন্ম নয়ন্ত্রণের স্বার্থে আমার স্ত্রীর গর্ভপাত করা কি জায়গে হবে; যাতনে করে ছোট ছেলেদেবয় বড় হয়; নাকি সটো জায়গে হবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

চল্লিশি দিনের পূর্বে গর্ভপাত করার মাসয়ালায় ফকাহবদি আলমেগণ মতভদে করছেন। একদল হানাফী, শাফয়েিও কিছু হাম্বলী আলমেদরে মত, এটি জায়গে। ইবনুল হুমাম ‘ফতাহুল কাদরি’ গ্রন্থে (৩/৪০১) বলেন: “গর্ভধারণের পর ভ্রূণ ফলে দয়ো কি বধৈ? কোনরূপ আকৃতি তরৌ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বধৈ। এরপর তারা (আলমেগণ) একাধিক স্থানে বলছেন: এটি ১২০ দিনের পূর্বে হয় না। এ কথার দাবী হচ্চে যে, তারা আকৃতির দ্বারা রূহ ফুঁকে দয়োকে বুঝিয়েছেন; নচেৎ এ কথা ভুল। কেননা চাক্ষুষ দখোর মাধ্যমে সাব্যস্ত যে আকৃতি এ সময়সীমার পূর্বেই গঠিত হয়।”[সমাপ্ত]

রামলী ‘নহিয়াতুল মুহতাজ’ গ্রন্থে (৮/৪৪৩) বলেন: “অগ্রগণ্য হলো রূহ ফুঁকে দয়োর পর নঃশর্ত তা হারাম। আর রূহ ফুঁকে দয়োর পূর্বে জায়গে।”

ক্বালযুবী এর পাশ্বটীকাতে (৪/১৬০) বলা হয়ছে: “রূহ ফুঁকে দয়োর পূর্বে তা (ভ্রূণ) ফলে দয়ো জায়গে; এমনকি ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে হলও। তবে গাজালীর দ্বমিত রয়েছে।”

আল-মরিদাওয়া ‘আল-ইনসাফ’ গ্রন্থে (১/৩৮৬) বলেন: “ভ্রূণ ফলে দয়োর জন্ম ঔষধ সবেন করা জায়গে। ইবনুল জাওয়া ‘আহকামুন নসি’ গ্রন্থে বলেন: ‘তা হারাম’। আল-ফুরু গ্রন্থে বলা হয়ছে: আল-ফুনুন গ্রন্থে ইবনে আকীলরে বক্তব্যের প্রত্যক্ষ মরম হচ্চে: রূহ ফুঁকে দয়োর পূর্বে ফলে দয়ো জায়গে। তিনি বলেন: এ কথার পক্ষে যুক্তি রয়েছে।”[সমাপ্ত]

মালকে মাযহাবের মত, সাধারণভাবে নাজায়গে। এটি কিছু হানাফী, শাফয়েিও হাম্বলী আলমেরেও বক্তব্য। দরিদীদ ‘আল-শারহুল কাবীর’ গ্রন্থে (২/২৬৬) বলেন: “গর্ভায়শরে অভ্যন্তরে স্থান করে নয়ো বীর্যকে বরে করা নাজায়গে; এমনকি সটো চল্লিশি দিনের পূর্বে হলও। আর যদি রূহ ফুঁকে দয়োর পরে হয় তাহলে সর্বসম্মতক্রমে হারাম।”



ফকিহবদিদরে মধ্য কটে কটে বধৈ হওয়ার জন্য ওজরগ্রস্ত হওয়ার শর্তযুক্ত করছেন। [দখুন: আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়্যা (২/৫৭)]

উচ্চ উলামা পরষিদরে সদিধান্তে এসছে:

“১। যথাযথ শরয়ী কারণ ও সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্য ব্যতীত গর্ভস্থতি ভ্রুণ য়ে ধাপরে হোক না কনে সটো নষ্ট করা নাজায়যে।

২। যদি গর্ভস্থতি ভ্রুণটি প্রথম ধাপে থাকে; প্রথম ধাপ হলো চল্লিশ দিনে সময়সীমায়; এবং গর্ভপাত করার মধ্য কনে শরয়ী কল্যাণ থাকে কথিবা কনে ক্ষতি রোধকরণ থাকে তাহলে গর্ভপাত করা জায়যে হবো। পক্ষান্তরে এই সময়সীমার মধ্য গর্ভপাতরে কারণ যদি হয় সন্তানদরে প্রতপালনরে কষ্ট কথিবা তাদরে জীবিকা ও শক্ষিয়ার ব্যয়ভার বহনরে ভয় কথিবা তাদরে ভবিষ্যৎ নিয়ে আশংকা কথিবা স্বামী-স্ত্রীর য়ে কয়জন সন্তান আছে তারাই যথেষ্ট এগুলো; তাহলে গর্ভপাত করা নাজায়যে।” [আল-ফাতাওয়া আল-জামআ’ (৩/১০৫৫) থেকে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াতে (২১/৪৫০) এসছে: “নারীর গর্ভস্থতি ভ্রুণকে কনে শরয়ী কারণ ব্যতীত গর্ভপাত করা নাজায়যে। যদি গর্ভস্থতি বস্তুটি বীর্যরে অবস্থায় থাকে; আর তা থাকে চল্লিশদিন বা তার চয়ে কমে সময়রে মধ্য এবং সটো ফলে দেয়ার মধ্য কনে শরয়ী কল্যাণ থাকে কথিবা মায়রে উপর থেকে সম্ভাব্য কনে ক্ষতি রোধ করার বিষয় থাকে; তাহলে এমতাবস্থায় সটো ফলে দেয়া জায়যে আছে। তবে সন্তানদরে প্রতপালনরে কষ্ট, তাদরে ব্যয়ভার বহন বা প্রতপালনরে অক্ষমতা কথিবা য়ে কয়জন সন্তান আছে তারাই যথেষ্ট ইত্যাদি অ-শরয়ী কারণগুলো এর মধ্য পড়বে না।

আর যদি ভ্রুণরে বয়স চল্লিশ দিনি পার হয়ে যায় তাহলে সটো নষ্ট করা হারাম। কনেনা চল্লিশ দিনি পর সটো রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়; যা মানবাকৃতির সূচনা। তাই এ স্তরে পৌঁছার পর বশিবস্ত কনে ডাক্তার ‘গর্ভধারণ চলমান রাখা মায়রে জীবনরে জন্য বপিদজনক এবং চলমান রাখলে মায়রে জীবন বপিন্ হতে পারে’ মরমে সদিধান্ত দেয়া ব্যতীত সটো নষ্ট করা জায়যে নয়।” [সমাপ্ত]

তবে য়ে অভিমতিটি অগ্রগণ্য তা হলো চল্লিশ দিনে পূর্বে গর্ভপাত করা প্রয়োজন হলে সটো জায়যে। প্রয়োজনরে মধ্য প্রশ্নে যা উল্লেখ করা হয়েছে সটো পড়বে। য়েহেতু অল্প সময়রে মধ্য তনিজন বাচ্চাকে গর্ভধারণ করা মায়রে জন্য কষ্টকর ও স্বাস্থ্যহানকির। এর ফলে গর্ভস্থতি সন্তানরে উপরও এর প্রভাব পড়তে পারে। এত ছোট বয়সরে তনিটি সন্তানরে সবা করার সাধ্য মায়রে নাও থাকতে পারে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।